# দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫;

ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com


======= =============== ========================= ======= ===============

মেমো নং- ডি.এম.এফ./জি.এস. – ২৪/২২ তাং ২৬/০৮/২০২২

## স্মারকলিপি

**মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী,**
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
বেনফিশ টাওয়ার (৮ম তল),
৩১ জি এন ব্লক, সল্টলেক সিটি,
সেক্টর – ৫, কলকাতা- ৭০০০৯১।

26.08.22

মাননীয় মহাশয়,

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের সর্ববৃহৎ মৎস্যজীবী সংগঠন। বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলায় ফোরাম কাজ করছে। উত্তরবঙ্গের মৎস্যজীবীদের জন্য উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমরা আপনার কাছে ফোরামের পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রধান ও আশু দাবি তুলে ধরছি ও দাবিগুলির পূরণ করার জন্য সদর্থক ও কার্যকরী পদক্ষেপের আবেদন জানাচ্ছি।

মৎস্যজীবীদের জলাশয়ের উপর কোন অধিকার নেই। যার জন্য চিরাচরিত ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি (জেলে) ও মৎস্যচাষীরা সমুদ্র, নদী, জলাধার, জলাভূমি ও পুকুরগুলি থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছেন। জলাশয়গুলিকে মৎস্য শিকার ও মৎস্য চাষের জন্য সুস্থায়ী ভাবে ব্যবহার ও রক্ষা করার জন্য চাই **মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার – জলাশয়ের উপর সমষ্টিগত পাট্টা।**

কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে সংসদে **ভারতীয় সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র আইন** পাশ করানোর চেষ্টা করছে। এই আইন শুধু ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের সর্বনাশ ঘটাবে তাই নয়, রাজ্য সরকারের অধিকারকেও সঙ্কুচিত করবে। ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ু ও কেরালা সরকার বিলটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হওয়া প্রয়োজন।

**সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র** প্রয়োজন। কিন্তু সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র প্রদানের কাজ বন্ধ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দেওয়া হলেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তা দেওয়া হচ্ছে না। সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্রের জন্য নির্দিষ্ট নিদর্শপত্রে যেখানে মৎস্যজীবী সংগঠনের সুপারিশই যথেষ্ট, সেখানে আভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্রের জন্য নির্দিষ্ট নিদর্শপত্রে পঞ্চায়েত প্রধান বা জনপ্রতিনিধির সুপারিশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মৎস্যজীবী সংগঠনের সুপারিশকে মান্যতা না দেওয়ার ফলে বহু প্রকৃত অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবী সরকারী পরিচয়পত্র পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পূর্ব

# দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫;

ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com

======= =============== ======================== ======= ==============

মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে প্রায় ২৮০ টি ছোটো মাছধরা মেশিন (মটরাইজড নন মেকানিক্যাল) নৌকার তালিকা সহ-মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) কাঁথি-এর অফিসে জমা দেওয়া সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত উক্ত মেশিন নৌকাগুলির রেজিস্ট্রেশন হয়নি। ফলে, উক্ত নৌকাগুলি নদী-সমুদ্রে মাছ শিকারের ক্ষেত্রে ভীষণ সমস্যায় পড়েছে। এছাড়া বহু মৎস্যজীবী বর্ষায় ছাঁদিজাল এবং খোটি মরশুমে বেহুন্দি জাল ব্যবহার করেন। কিন্তু, লাইসেন্স ইস্যু করা হয় একটি জালের জন্য। ফলে বহু মৎস্যজীবী সমস্যায় পড়েন। সেকারণে, একাধিক জালের জন্য লাইসেন্স ইস্যু করার প্রক্রিয়া চালু করা প্রয়োজন। এর সাথেই মৎস্যক্ষেত্রে নিয়োজিত নৌকার হিসাব ও তার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা, নৌকার বিমাকরণের প্রকল্প ও সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ার জন্য জাতীয় নিরাপত্তার কারনে **অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রেও নৌকা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা** চালু করা প্রয়োজন।

সরকারী **গ্রুপ এক্সিডেন্ট ইনস্যুরেন্স স্কিম** (GAIS) পুনরায় চালু হয়েছে। অভ্যন্তরীন মৎস্যক্ষেত্রেও এই স্কিম চালু করা প্রয়োজন। এছাড়া ২০১৭ সাল থেকে স্কিমটি বন্ধ থাকার জন্য বহু গরীব মৎস্যজীবী বা তাদের পরিবার বঞ্চিত হয়েছেন। অবিলম্বে এদের এই সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

নদীসমুদ্রে মাছের প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য মৎস্যজীবীরা ৬১ দিন মাছ ধরা বন্ধ রাখে। এর জন্য মৎস্যজীবীদের **সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প** প্রাপ্য। কিন্তু মৎস্যজীবীরা ২০১৫ সাল থেকে **সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প** পাচ্ছেন না। এছাড়া **সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের** অর্থ সাহায্য অত্যন্ত কম। মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা বন্ধের সময়ের জন্য মাথাপিছু অন্তত ৫,০০০ টাকা মাসিক জীবিকা সহায়তা প্রয়োজন। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি ইতিমধ্যেই এই সুবিধা চালু করেছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রেও মাছের প্রজননের সময় বা মাছ ধরার বে-মরশুমে এই সুবিধা চালু করা প্রয়োজন। বিভিন্ন রাজ্যে এই সুবিধা চালু আছে।

**মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্প** রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানারকম অসঙ্গতি ও অনিয়ম দেখা যাচ্ছে। এগুলি যাতে সংশোধন করা যায় এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীরা যাতে প্রকল্পগুলির সুবিধা লাভ করেন তার জন্য প্রশাসনকে সচেতন করা প্রয়োজন।

গত ০৯/০৩/২০১৮ তারিখে ঝাড়গ্রাম জেলায় 'ভোড়বনী-তেলকরাই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড' রেজিস্ট্রেশনের জন্য সহ মৎস্য অধিকর্তার কাছে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন মৎস্য মন্ত্রীর সমিতিটি করার ব্যাপারে উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সমিতিটি রেজিস্ট্রেশন হয়নি।

কয়েক হাজার মৎস্যজীবীর জীবিকার উৎস মুর্শিদাবাদের ভান্ডারদহ বিল সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন।

ফারাক্কায় গঙ্গা নদীতে মৎস্যজীবীদের উপর জল-মাফিয়াদের তোলাবাজি বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

নদীয়ার মৎস্যজীবীদের **বুড়িগঙ্গা সংস্কারের দাবি** দীর্ঘদিনের। কিন্তু প্রশাসনের দিক থেকে আশ্বাস ছাড়া নদীয়ার মৎস্যজীবীরা এক্ষেত্রে আর কিছুই পায়নি। **মাথাভাঙ্গা-চূর্ণী নদীতে দূষণ রোধ ও ইছামতী সহ অন্যান্য নদীতে কচুরিপানা ও বাধাল অপসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচার** নিত্য ঘটনা। এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য মৎস্য দপ্তরকে উদ্যোগী হতে হবে।

**মৎস্য-খটিগুলির ব্যবহৃত জমির উপর মৎস্যজীবীদের সমষ্টিগত আইনি অধিকারের দাবী** ফোরামের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে করে আসা হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনের দিক থেকে কোনোপ্রকার সদর্থক পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

# দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫;

ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com


======= ================ ========================== ======= ===============

এছাড়া, সরকারী প্রকল্পগুলির যথাযথ রূপায়নের জন্য প্রশাসনিক সক্রিয়তা ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। ফলে, বহু সাধারণ প্রকৃত মৎস্যজীবী বঞ্চিত হচ্ছেন। মৎস্যক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য **মৎস্য দপ্তর, বিশেষজ্ঞ ও মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরামর্শদাতা পরিষদ** গঠনের প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের দাবি -

১। ক্ষুদ্র চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জলাশয় ব্যবহারের অধিকার সুরক্ষায় সমষ্টিগত পাট্টা দিতে হবে।

২। ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের এবং রাজ্যের স্বার্থ বিরোধী ভারতীয় সামুদ্রিক মৎস্যশিকার বিল প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৩। উপরে উল্লিখিত পূর্ব মেদিনীপুরের ২৮০ টি ছোটো মাছধরা মেশিন (মটরাইজড নন মেকানিক্যাল) নৌকার রেজিস্ট্রেশনের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মাছ ধরা নৌকার রেজিস্ট্রেশন চালু করতে হবে।

৪। অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকার রোধে নতুন মোটোরাইজড মেকানিক্যাল ফিশিং বোটের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রাখতে হবে।

৫। ৩০ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত প্রত্যেক ফিশিং বোট যাতে বর্ষায় ছাঁদি এবং খোটি মরশুমে বেহুন্দি জাল ব্যবহার করতে পারে তার জন্য দ্বৈত জালের ফিশিং লাইসেন্স দিতে হবে।

৬। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সহ অন্যান্য সব জেলার অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীরা যাতে অবিলম্বে সরকারী পরিচয়পত্র পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সংগঠনের সুপারিশকে মান্যতা দিতে হবে।

৭। মৎস্য শিকার বন্ধের সরকারী নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য প্রত্যেক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীকে মাছ ধরা বন্ধের সময় মাসিক ৫,০০০ টাকা জীবিকা সহায়তা দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প চালু করতে হবে।

৮। গ্রুপ এক্সিডেন্ট ইনস্যুরেন্স স্কিমে নাম নথিভুক্ত করার কাজটিকে একটি চলমান কাজ হিসেবে সর্বদা চালু রাখতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রকেও এর আওতায় আনতে হবে।

৯। মৎস্য-খটিগুলির ব্যবহৃত জমির উপর মৎস্যজীবীদের সমষ্টিগত আইনি অধিকার দিতে হবে।

১০। সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। সুন্দরবনের সকল নদী-খাঁড়িতে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার আইনি অধিকার দিতে হবে এবং মৎস্য দপ্তরকে না জানিয়ে মৎস্যজীবীদের উপর জারি করা বনদপ্তরের নিত্যনূতন আদেশ বন্ধ করতে হবে।

১১। অবিলম্বে ' ভোড়বনী-তেলকরাই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড' -এর রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

# দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫;

ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com

======= =============== =========================== ======= ===============

১২। ফরাক্কায় গঙ্গা নদীতে মৎস্যজীবীদের উপর জল-মাফিয়াদের অত্যাচার বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩। মুর্শিদাবাদে ভান্ডারদহ বিল সংস্কারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।.

১৪। অবিলম্বে নদীয়ার মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে বুড়িগঙ্গা সংস্কার, মাথাভাঙ্গা-চূর্ণী নদীতে দূষণ রোধ ও ইছামতী সহ অন্যান্য নদীতে কচুরিপানা ও বাধাল অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫। রাজ্যের সমস্ত মৎস্য ভেন্ডরকে পরিচয়পত্র দিতে হবে ও মাছের বাজারগুলির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

১৬। মহিলা মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করতে হবে।

১৭। সরকারী প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণে স্বচ্ছতা ও গতি আনতে হবে। এর জন্য মৎস্য দপ্তর, বিশেষজ্ঞ ও মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরামর্শদাতা পরিষদ গঠন করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত

| | | |
|---|---|---|
| দেবাশিস শ্যামল | মিলন দাস | তাপসী দলুই |
| সভাপতি | সাধারণ সম্পাদক | সহ-সভাপতি |
| মোঃ ৯৯৩৩৬০২৮০৮ | মোঃ ৯৮০০২৬৬২৬৫ | মোঃ ৮১১৬২৯৫৭০৩ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আবদার মল্লিক | বিধান চন্দ্র দে | জ্যোতির্ময় সরস্বতী | সুজয় কৃষ্ণ জানা |
| সহ-সম্পাদক | সহ-সম্পাদক | সহ-সভাপতি | কার্যকরী সমিতি সদস্য |
| মোঃ ৯৯৩২৪২৮০৭৫ | মোঃ ৯০৬৪২৪৭৭৩৮ | মোঃ ৯৭৩২৬৮০২৬২ | মোঃ ৯৭৩৩৮৪৪১৫১ |